বোকার স্বর্গ (৩)

(ধর্মের সমালোচনায় যাদের ধর্মানুভুতিতে আঘাত লাগে, দয়া করে এই প্রবন্ধটি পড়বেন না।)

আকাশ মালিক

শত বাধা, প্রতিবাদ প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ একই সুরে বলতে থাকলেন, গজব অতিসত্তর এসে পড়বে, কিয়ামত আসন্ন। মোহাম্মদকে অবিশ্বাসীরা কবি, মিথ্যেবাদী, উম্মাদ, পাগল বল্লো, উপহাস, তিরস্কার নির্যাতন, অপমান করলো তবু কিয়ামতও হয়না, কোন প্রকার আজাব গজবও আসেনা। মোহাম্মদ একই ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাতে থাকলেন, নতুন কিছু নেই, নেই কোন পরিবর্তন। লোকে বল্লো, 'মোহাম্মদ, যে ঘটনা আমরা তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল কিতাবে আগেই পড়েছি, তা আর কতো শুনাবে, এবার পুরাতন রেকর্ডটি বদলাও'। আল্লাহ্ বল্লেন- *ওয়া ইজা তুতলা আলাইহিম আয়া-তুনা বায়্যিনাতিন-------।* যখন আমার বাণী তাদের সামনে পাঠ করো, যারা আমার সাথে মোলাকাতের আশা করেনা, তারা বলে অন্য কোন বই নিয়ে এসো, না হয় এটি বদলাও--- (সুরা ইউনুস ১৫)। নিজেকে আল্লাহ্‌র মনোনীত-প্রেরিত পুরুষ হিসেবে কোন প্রমান বা নিদর্শন দেখাতে ব্যর্থ মোহাম্মদ, কথা বলার কৌশল কিছুটা পরিবর্তন করলেন। দৃশ্যমান কিছু প্রাকৃতিক বিষয় বস্তুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে বল্লেন- *আফালা-ইয়াংজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত?* তারা কি উটের দিকে চেয়ে দেখেনা, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? (সুরা গাশিয়াহ্ ১৭)। পৃথিবীতে কতো বিচিত্র আকারের সুন্দর সুন্দর পশু-পাখি থাকতে মোহাম্মদ উটের মধ্যে আল্লাহ্‌র দক্ষ কারিগরী দেখতে পেলেন। *ওয়া ইলাছ্‌ছামা-য়ী কাইফা রুফিয়াত?* আর (তারা কি দেখেনা) আকাশকে কিভাবে উঁচু করা হয়েছে? (সুরা গাশিয়াহ্ ১৮)। এই আকাশের কথা বহুবার কোরআনে উল্লেখ আছে। আকাশ কিসের সৃষ্টি বা আকাশ বলতে কি আদৌ কোন জিনিষ আছে? আকাশকে চিনতে হলে বাতাস ও পৃথিবীর বায়ু-মন্ডলকে চিনতে হবে। আকাশ সৃষ্টির তত্ব মোহাম্মদের অজানা ছিল বলেই বারবার বলেছেন- 'আকাশ বিদীর্ণ হবে, আকাশ থেকে পানীয় ! বৃষ্টি বিতরণ করা হয়, আকাশে দুর্গ আছে, আকাশ ভেঙ্গে চুরমার হবে, আকাশ একটি মজবুত ছাদ, ওপরে ৭টি আকাশ আছে, তাতে ৭টি দরজা জানালা আছে ইত্যাদি। *ওয়া ইলাল জিবা-লী কাইফা নুছিবাত?* আর (তারা কি দেখেনা) পাহাড়কে কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (সুরা গাশিয়াহ্ ১৯)। ভূ-তাত্বিক জ্ঞানও মোহাম্মদের মোটেই ছিলনা। পৃথিবীর নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগরের জন্ম-বৃত্তান্ত তিনি জানতেন না বলেই কোরআন সাক্ষী দিচ্ছে- আর তিনি পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন (শক্ত খুটি হিসেবে) পাছে তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দোলে (পৃথিবী) কাঁত হয়ে না যায়, আর তিনি নদ-নদী, রাস্থা-ঘাট তৈরী করেছেন যেন তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (সুরা নহল ১৫)। বাঁচা গেলো। পাহাড়ের জোরে পৃথিবী আর কাঁত হচ্ছেনা। মোহাম্মদের ধারণা ছিল পৃথিবী একটি সমতল থালা বিশেষ, তাই বলছেন- *ওয়া ইলাল আরদি কাইফা ছুতিহাত?* আর (তারা কি দেখেনা) দুনিয়াকে কেমন সমতল করে বিছানো হয়েছে? (সুরা গাশিয়াহ্ ২০)। আর আল্লাহ্ নদ-নদী, রাস্থা-ঘাট তৈরী করেছেন এর অর্থটা কি? হ্যাঁ, মোহাম্মদ যে রাস্তা পাহাড়ে অথবা সমতল ভুমিতে দেখেছেন, তা তার জন্মের আগে থেকেই তৈরী ছিল, তাই ভেবেছেন ওগুলো আল্লাহ তৈরী করে রেখেছেন। সত্যিই কি তাই? *আলাম য়্যারাও ইলাত্‌তাইরী মুছাখ্‌খারাতি--------।* তারা কি আকাশের শুন্য-গর্ভে ভাসমান পাখিদের দেখেনা? আল্লাহ্ ছাড়া ওদের কেউ ধরে রাখেনা। (সুরা নহল ৭৯)। মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র পাখি উড়তে দেখেছেন, মানুষের রকেট উড়তে দেখেন নাই। বাতাস সম্মন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে অথবা উড়োজাহাজের যুগে মোহাম্মদের জন্ম হলে, নিশ্চয়ই তিনি এ আয়াত কোরআনে লিখতেন না।

আসলেই আকাশ বলতে কোন জিনিষ নেই। বাতাসের প্রত্যেকটি অনু, ধুলিকণার মতো নীল রঙ্গের বস্তু। কিন্তু বাতাস তার ঘনত্বের স্তর বা প্রকার ভেদে বিভিন্ন রং ধারণ করে। জলের

ধর্মও তা-ই। সুতরাং সন্ধ্যা ও প্রভাতের আকাশ দেখে, বাতাসের রং কি লাল, এ প্রশ্ন অবান্তর। বাতাস কোন অদৃশ্য বস্তু নয়, বরং বাতাস দেখা যায়। সহজভাবে বলতে গেলে, সুর্যের আলো + বাতাসের নীল কণিকা সমুহ = আকাশ। এক কথায়, যেখানে সুর্যের আলো ও বাতাস নেই, সেখানে আকাশ নেই আর যেখানে মানুষ ও মাটি নেই সেখানে পথ-ঘাট নেই। এই সাধারণ জ্ঞানটুকু মোহাম্মদের যুগের কিছু মানুষের অজানা থাকার কারণে মোহাম্মদ কিছু মানুষকে সকল সময়ের জন্যে বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ নীল আকাশ দেখেছিলেন, নীল চাঁদ দেখেন নি। পৃথিবী থেকে নীল চাঁদ দেখা যায়না। তবে কেউ যদি দয়া করে দশ বর্গ মাইলের একটি বাতাস-ভর্তি কাঁচের বাক্স চাঁদের ওপর ভাঙ্গতে পারেন, তাহলে ক্ষণিকের তরে হলেও পৃথিবীর মানুষ একটি নীল চাঁদ দেখতে পাবে।

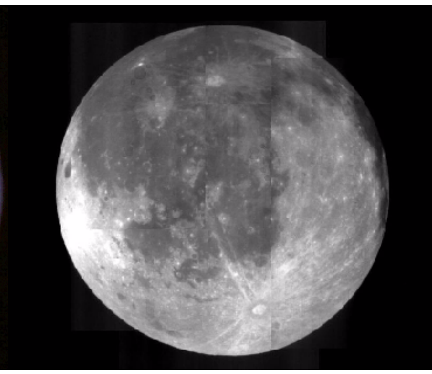

নভোচারী সাবধান ! চাঁদ কাঁত হয়ে যেতে পারে, এখানে পাহাড় নেই !

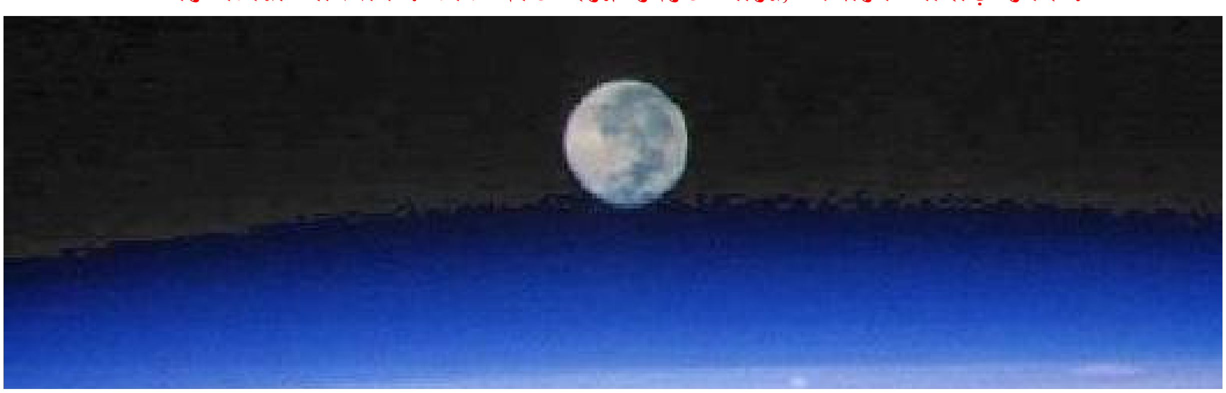

মোহাম্মদের আকাশ সাতটি আর সত্তরটি একই কথা। গোপালভাড়ের আকাশের তারা গণনার কেচ্ছা। রাষ্ট্রের কাকের সংখ্যা, নয় কোটি নয় হাজার নয় শো নিরান্নব্বই, মোল্লা দোঁপীয়াজীর কথা। আপাদ-মস্তক মূর্খ না হলে কি কেউ প্রশ্ন করতে পারে-

‘ তারা কি দেখেনা আমি সাতটি আসমান ও সাতটি জমিন সৃষ্টি করেছি’?

এ ছাড়া মোহাম্মদ মানুষ সৃষ্টির কথা শুনালেন, কখনো বল্লেন, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে শুক্র-কীট থেকে, কখনো না-পাক পানি থেকে, কখনো ক্ষিপ্ত বেগে বেরিয়ে আসা বীর্য থেকে, কখনো আওয়াজকারী কাঁদা মাটি থেকে। এক যায়গায় বল্লেন, *ইন্নামা-আমরুহু--------কুন ফায়্যাকুন।* আল্লাহ্‌র কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছে হলে শুধু বলেন 'কুন' ব্যস হয়ে যায়। (সুরা ইয়াসীন ৮২)। আবার অন্য যায়গায় দেখা যায় বিশ্ব-ভ্রম্মান্ড সৃষ্টি করতে আল্লাহ্‌র সময় লেগেছে পুরো ছয় দিন। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ বল্লো, এসব সেকেলে পৌরাণিক কাহিনী। আসলে ঐ সকল, তাওরাত, জবুর, ও ইঞ্জিল কিতাবেরই কথা। মোহাম্মদ তা কার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন, আর কারা সম্পাদনা করেছিলেন কোরআন, তা-ও আরবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। প্রকৃতির সৃষ্টি দেখিয়ে মোহাম্মদ প্রমান করতে চাইলেন ওসব আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে মানুষের কোন অব্‌জেকশন নেই। এই আল্লাহ্‌ তাদেরই আল্লাহ্‌, যার উপাসনা করে আসছে তারা আল্লাহকে বিভিন্ন মুর্তি-পাথর, দেব-দেবী রূপে আবিস্কার করে মোহাম্মদের জন্মের আগে থেকেই। অব্‌জেকশনটা হলো, মোহাম্মদ যে সেই আল্লাহর নবী তার প্রমান চাই। এতো কিছু বলা, এতো কিছু দেখানোর পরও এরা অলৌকিক (সাধারণ লোকের অসাধ্য) প্রমান বা নিদর্শন ছাড়া মোহাম্মদকে নবী বলে মানতে রাজী নয়। উপায় বের করতেই হবে। মোহাম্মদের ভাগ্য ভাল, হাতের কাছেই নিদর্শন একটি পেয়ে গেলেন। আল্লাহর নামে মানুষের প্রতি ভীষন শক্ত একটি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে দিলেন। *আম য়্যাকু-লু-নাফতারাহু কুল ফা'তু বি ঈশরী ছু-রিম মিছলিহি--------ইন্‌ কুনতুম ছাদিকিন* । তারা কি বলে মোহাম্মদ এ কোরআন বানিয়েছে? বলো, তাহলে এর মতো দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে খুশি তাকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সুরা হুদ ১৩)। আর এ কোরআন এমন নয় যে কেউ রচনা করতে পারে আল্লাহ্‌ ছাড়া------। অথবা তারা কি বলে তিনি (মোহাম্মদ) এ কোরআন বানিয়েছেন? বলো, তাহলে এর মতো একটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো------। (সুরা ইউনুস ৩৭, ৩৮)।

এবার কবিতার মাল-জোড়া কমপিটিশন হবে, আল্লাহ বনাম মানুষ। আল্লাহ ((মোহাম্মদ) এই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তার মক্কী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। তখন তিনি দ্বিধা-গ্রস্থ ছিলেন, কাজটা ঠিক হলো কি না। মদীনায় এসে বুঝতে পারলেন তার চ্যালেঞ্জ করা ভুল হয়নি। আল্লাহ বলেন- *ওয়া ইজা তুতলা- আলাইহিম--------।* আর যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে 'আমরা এর আগেই শুনেছি, আমরাও ইচ্ছে করলে এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরাকালের উপকথা বৈ কিছু নয়।' (সুরা আনফাল ৩১)। মোহাম্মদ এখানে যা করেছিলেন তা হলো- ইংরেজী 'আই ডোন্ট নো' এর আরবী কি বলো। কোরআনের অনুরূপ কিছু লিখলে তাওরাত, জবুর, বাইবেল হয়, আর তাওরাত, জবুর, বাইবেলে যা আছে তা-ই কোরআন। সুতরাং তালগাছ সব সময়ই মোহাম্মদের। পারস্য দেশ ভ্রমনকারী সাহিত্যিক, নাদীর ইবনে হারিস মোহাম্মদের চ্যালেঞ্জ গ্রহন করলেন। উল্লেখ্য, পারস্য ছিল তখন শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-মানে, শিল্প-কলায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মেষ-পালক পুরোহিত আরবদের চেয়ে অনেক উন্নত। তাই পারসীয়ানদের প্রতি চিরদিনই মোহাম্মদের তীব্র হিংসা ছিল। নাদীর, 'ফেরদাউসী' নামে সুন্দর একটি কবিতা লিখে এক গনজমায়েতে পাঠ করে শুনালেন। মোহাম্মদ কবিকে তার হিট-লিষ্টে রাখলেন। কিছুদিন পর বদরের যুদ্ধে, কবি নাদীর ইবনে হারিসকে হত্যা করা হয়।

মক্কী জীবনে রচিত কোরআনে মোহাম্মদ বারবার বলেছেন- ' আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন মুজুরী চাইনা'। মদীনায় এসে কোরআনে যুদ্ধের নামে অর্থ সংগ্রহ, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ, মিথ্যা-স্বর্গের লাস্যময়ী জীবন, ও যুদ্ধ-প্রেরণা প্রাধান্য পায়। পূর্বেকার বহু নবীদের কাহিনী দিয়ে ভর্তি কোরআনে একটিবারও উল্লেখ নেই যে, মোহাম্মদের পূর্বে কোন নবী-রাসুল মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। সেই যে বদর প্রান্তে আরব বিশ্বের জন্যে মোহাম্মদ গজবের

সুচনা করেছিলেন, ১৫শত বৎসর পরও এর শেষ নেই। আজ তা ইসলামী সন্ত্রাস নামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বিশ্ব জুড়ে।

আমাদের নতুন প্রজন্ম, আমাদের আগামী দিনের শিশুরা কি, বোকার স্বর্গের সন্ধানে মাথা খুড়ে মরবে মসজিদ, মাদ্রাসা বা মক্তবের অন্ধকার কোণে? কোরআন বর্জন করে, আমাদের শিশুদের দ্বীপ্ত-উজ্জল মাথাটাকে সমুহ পচন-দুষন থেকে বাঁচান। ওরা একদিন ধর্মীয়-সন্ত্রাস মুক্ত, শান্তিময় সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলবে।

সমাপ্ত-